মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার অপরাধে মো. টবলু হোসেনকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

সাজাপ্রাপ্ত আসামি গাংনী উপজেলার কাজিপুর (খন্দকারপাড়া) গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী মো. টবলু হোসেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালের ১৬ জুলাই রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মো. আবুল কালাম আজাদ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গাংনী উপজেলার গোলামবাজার এলাকায় অভিযান চালান। এ সময় আসামি টবলুকে তার বাড়ির সামনে থেকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তার শরীর তল্লাশি করে হাফপ্যান্টের বাম পকেট থেকে ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

আদালত সূত্রে আরও জানা গেছে, টবলুর বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৮(গ) ধারায় মামলা, ২০১৪ সালের ২ ডিসেম্বর বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা ও ২০১০ সালের ২২ এপ্রিল দণ্ডবিধির ৩২৬/১৪৩/৩২৩/৩০৭ ধারায় মামলা।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন। রায় ঘোষনার পরে আসামীদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে তিন মাদক মামলায় চার আসামির কারাদণ্ড

মেহেরপুরে পৃথক তিনটি মাদক মামলায় চার আসামিকে সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, জি.আর-১২৫/১৯ (মেহেরপুর) মামলায় আসামি মোঃ আল আমিন এর বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) টেবিলের ১০(ক)/৪১ ধারায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

অপরদিকে, জি.আর-১৮৫/২০ (মেহেরপুর) মামলায় আসামি মোঃ মিন্টু মিয়ার বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) টেবিলের ১৪(ক) ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। পুলিশের অভিযানে তার দোকান সংলগ্ন এলাকা থেকে মাটির নিচে পুঁতে রাখা ৪ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

তৃতীয় মামলায়, জি.আর-৭/১৯ (মুজিবনগর) এর রায়ে দুই আসামি মোঃ জয়নাল মন্ডল ও মোঃ বিপ্লব আলী-র বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) টেবিলের ১০(ক) ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রত্যেককে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন আদালত। মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৯ সালে মোনাখালী এলাকায় পুলিশের অভিযানে তিনজনকে আটক করে মোট ১৮ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। মামলার অপর আসামি মোঃ আলফাজ আহমেদ সাগরের বিচার চলমান রয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় ২ আসামির কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক মামলায় মোঃ আলফাজকে ১ বছর ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং একই মামলার অপর পলাতক আসামি মোঃ ইমরানকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ সোমবার (২৮ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী থানার এসআই মোঃ মোস্তফা শওকত জামান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, কাজিপুর ইউনিয়নের আলমবাজার বাগানপাড়ার মোঃ রিফাজের বাড়িতে দুই ব্যক্তি অবৈধ মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে।

পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান চালিয়ে ওই বাড়ি থেকে মোঃ আলফাজ ও মোঃ ইমরানকে হাতেনাতে আটক করে। তাদের দেহ তল্লাশিতে আলফাজের কোমর থেকে ৫ পুরিয়া হেরোইন এবং ইমরানের কোমর থেকেও ৫ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে মোঃ আলফাজ ও মোঃ ইমরানের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে গাঁজা রাখার দায়ে ১ জনের কারাদণ্ড

মেহেরপুরে গাঁজা রাখার অপরাধে মোঃ কাউছারকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার নথি অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ৩০ জুলাই সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে মেহেরপুর পৌর এলাকার ওয়াপদা মোড়ে অবস্থানকালে এএসআই শেখ মনিরুজ্জামান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন নাইট বিলাস আবাসিক হোটেলের সামনে এক ব্যক্তি গাঁজা নিজ হেফাজতে রেখে বিক্রির জন্য অপেক্ষা করছে। সঙ্গে থাকা অফিসার ও ফোর্সসহ সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে অভিযান চালিয়ে নাইট বিলাস হোটেল সংলগ্ন ফারুক অটোস গ্যারেজের সামনে থেকে কাউছারকে আটক করা হয়।

তল্লাশি চালিয়ে তার পরিহিত পাঞ্জাবির ডান পাশের পকেট থেকে সাদা কাগজে মোড়ানো ১৬ পুরিয়া গাঁজা (ওজন ৫০ গ্রাম) এবং জিন্সের সামনের বাম পকেট থেকে আরও ৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। সর্বমোট ১০০ গ্রাম গাঁজা জব্দ করা হয়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে মোঃ কাউছারের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে কুপিয়ে জখম করাই ৩

জনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনীতে কুপিয়ে জখম করাই মোঃ খায়রুল ইসলামকে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অপর দুই আসামি ঠান্ডু ও হান্নান হোসেনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, প্রায় ১ বছর ৭ মাস আগে রাত ৮টা ৩০ মিনিটের দিকে গাংনী উপজেলার এক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। অভিযোগে বলা হয়, বাদীর বাড়িতে আসামি রিপন তার ছেলের গলা টিপে ধরে। এ সময় বাদীর ভাই রহিম ঠেকাতে গেলে খায়রুল একটি হাসুয়া দিয়ে পিঠের বাম পাশে কোপ দেন, যার ফলে এক বিঘত লম্বা গভীর জখম হয়।

রহিমের স্ত্রী ঠেকাতে আসলে ঠান্ডু ও হান্নান তার কপালে আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। বাদীর স্ত্রী জাহারুনকেও খলিল ও তাসলিমা লাঠি দিয়ে আঘাত করে। পরবর্তীতে বাদীকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে মিন্নাল। এছাড়াও আসামি খায়রুল, রহিমের ঘরের টিনের বক্স থেকে ৬০ হাজার টাকা চুরি করে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে খায়রুল ইসলাম, ঠান্ডু ও হান্নান হোসেনের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগরে মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের দায়ে ১ জনের দুই বছরের

কারাদণ্ড

মেহেরপুরের মুজিবনগরে মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের দায়ে মোঃ গোলাম রাব্বিকে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ বুধবার (২৩ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে এসআই উত্তম কুমার, সংগীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদকদ্রব্য উদ্ধার ও পুলিশি বিশেষ অভিযান পরিচালনার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, মোনাখালী গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় জনৈক জমিরুলের দ্বিতল বাড়ির সামনে পাকা তিন রাস্তার মোড়ে একজন ব্যক্তি অবৈধ মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করছে।
রাত ৯টার দিকে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে উক্ত ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করে। তবে পুলিশ ও ফোর্সের সহায়তায় তাকে আটক করা হয়। পরে সাক্ষীদের সামনে তার পরিচয় নিশ্চিত করা হয়। আটকের সময় আসামির পরিহিত জিন্স প্যান্টের ডান পকেট থেকে একটি সাদা পলিথিনে মোড়ানো ২৫ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে মোঃ গোলাম রাব্বির বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে মরা গরু জবাই করে মাংস বিক্রি, কসাইকে কারাদণ্ড

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামে মরা গরু জবাই ও মাংস বিক্রির চেষ্টার অভিযোগে মো. হামজা নামের এক কসাইকে ৩ মাসের

কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (২২ জুলাই) দুপুরে পিরোজপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে এ দণ্ড প্রদান করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. খায়রুল ইসলাম।

সাজাপ্রাপ্ত মো. হামজা সদর উপজেলার পিরোজপুর পশ্চিমপাড়া গ্রামের বরকত আলীর ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পিরোজপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে মরা গরু জবাই ও মাংস শহরে সরবরাহের প্রস্তুতির সময় মো. হামজাকে মাংসহ আটক করা হয়।
পরে পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১-এর ২৪(১) ধারায় তাকে ৩ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম ও সদর থানা পুলিশের একটি দল উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার দায়ে একজনের দুই বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার দায়ে মোঃ আলফাজ আহম্মেদ নামের এক ব্যক্তিকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পারভীনা সুলতানা এবং আসামি পক্ষে এ্যাড. মীর আলমগীর ইকবাল আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, পরিদর্শক শাহ জালাল খানের নেতৃত্বে রেইডিং পার্টি ২০২০ সালের ডিসেম্বরের ১১ তারিখে মেহেরপুরের বুড়িপোতা গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে আসামী মোঃ আলফাজ আহম্মেদের বসতঘর তল্লাশি চালানো হয়।
আসামির বসতঘরের খাটের তোশকের নিচে রাখা একটি পলিথিন প্যাকেট থেকে ছোট পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় ১ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে মোঃ আলফাজ আহম্মেদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের দুই বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক মামলায় মোঃ ফকরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তিকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন আদালত। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আসামি মোঃ ফকরুল ইসলাম বিনোদপুর কাজিকান্দিপাড়ার মোঃ আনোয়ার হোসেনের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পারভীনা সুলতানা এবং আসামি পক্ষে এ্যাড. মিয়াজান আলী আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গাংনী থানার এসআই (নিঃ) আলী রেজা সঙ্গীয় ফোর্সসহ ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ সকাল সাড়ে ৭টার দিকে তিনি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন সাহেবনগর গ্রামের বাকেরঘোনা এলাকার একটি ফলের দোকানের সামনে ফাঁকা

রাস্তায় দুই ব্যক্তি গাঁজা ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত রয়েছে। খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশ সেখানে পৌঁছামাত্রই দুইজন পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ ফকরুল ও অপর আসামি শাহিনকে আটক করে।

পরবর্তীতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তাদের সঙ্গে থাকা ট্রলি ব্যাগের ভেতরে তল্লাশি করে ফকরুল ইসলামের ব্যাগ থেকে ৪ কেজি এবং শাহিন হোসেনের ব্যাগ থেকে আরও ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।

মেহেরপুরে স্ত্রী হত্যা মামলায় স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে স্ত্রীকে হত্যার মামলায় স্বামী সেন্টু মিয়াকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুই বছর কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার (৩০ জুন) দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক নাছিম রেজা এই দণ্ডাদেশ দেন।
দণ্ডিত সেন্টু মিয়া মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আকুবপুর বাজারপাড়া এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৭ সালের ৫ জুন তিনি তার স্ত্রী সাগরিকাকে হত্যা করে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রচার চালান। পরে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা করা হয় এবং মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত করা হয়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ২০১৮ সালের ১৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০২/২০১ ধারায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন।

মামলার ১৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যে সেন্টু মিয়া দোষী সাব্যস্ত হলে, বিজ্ঞ বিচারক তাকে যাবজ্জীবন সাজা ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই বছর কারাদণ্ডাদেশ দেন।

মামলায় সরকারি পক্ষের কৌঁসুলি ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি)

সাইদুর রাজ্জাক এবং আসামিপক্ষের কৌঁসুলি ছিলেন অ্যাডভোকেট নুরুল হাসান রন্টু।